সুযোগ চাই, বাধা নয় – করব আমি বিশ্ব জয়

জাতীয় কন্যাশিশু দিবস ২০০৭

আধুনিক বিজ্ঞানের যুগে উন্নয়নশীল বাংলাদেশ যখন এগিয়ে যাচ্ছে এমনি সময়ে জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের কন্যাশিশুরা পিছিয়ে আছে। প্রচলিত পুরুষতান্ত্রিক পরিবার ও সমাজের বেড়াজালে বিভিন্নভাবে আটকে পড়ে কন্যাশিশুরা অবহেলিত এবং নানা প্রক্রিয়ায় নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। গ্রাম-শহর নির্বিশেষে সর্বত্রই এটি ঘটছে। তাই একবিংশ শতাব্দিতে প্রবেশ করেও আজ কন্যাশিশু তথা নারীমুক্তির আন্দোলনকে জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। আর এ কারনেই কন্যাশিশুদের উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত সংগঠন 'জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরামে'র সৃষ্টি।

ছেলেশিশুদের ন্যায় আজকের কন্যাশিশুও আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাদের শিক্ষা, চিকিৎসা, পুষ্টি, নিরাপত্তা সর্বোপরি একজন পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার সকল অধিকার প্রতিষ্ঠা করার দায়িত্ব পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের। কিন্তু 'বাংলাদেশ জাতীয় পুষ্টি জরিপ' থেকে সংগৃহিত তথ্য থেকে জানা যায়, সমবয়সী ছেলে শিশুদের তুলনায় ১০-১২ বছর বয়সী কন্যাশিশুদের শতকরা ৫৪ ভাগ এবং ১৩-১৭ বছর বয়সীদের শতকরা ৫৭ ভাগের স্বাস্থ্যের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। আয়োডিনের অভাবজনিত রোগে আক্রান্ত কিশোরীর সংখ্যা কিশোরদের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ। ১৫ থেকে ১৯ বছর বয়সী কন্যাশিশুদের মৃত্যুরহারও সমবয়সী ছেলেদের তুলনায় অনেক বেশি। এই মৃত্যুহারের কারণ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বাল্যবিবাহ, পরবর্তীতে গর্ভধারণ ও প্রসবজনিত জটিলতা।

কন্যাশিশু তথা নারীদের উন্নয়ন ও অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় কিছু দলিল রয়েছে, যেমন: 'সিডও সনদ', 'জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা', 'শিশু অধিকার সনদ', 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন অভিলক্ষ্য' (এমডিজি), ইত্যাদি। কিন্তু এগুলোর একটিরও তেমন কার্যকারিতা খুঁজে পাওয়া মুসকিল, বিশেষত নারী ও কন্যাশিশুদের ক্ষেত্রে, যদিও এগুলো সরকার স্বীকৃত বা সরকার প্রণীত। এ সকল দলিলে তাদের সকল অধিকারের পাশাপাশি শিক্ষাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় অবশ্য আমাদের শিক্ষাকে, বিশেষ করে নারী শিক্ষাকে, অবৈতনিক করা, ছাত্রী উপবৃত্তি প্রদান প্রভৃতি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

এতদসত্ত্বেও, সারা বিশ্বের তথা বাংলাদেশের বর্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে কন্যাশিশুদের অধিকার রক্ষায় কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করা সম্ভব হচ্ছে না। বাংলাদেশে জন্মগ্রহণকারী শতকরা ৩০ ভাগ অপুষ্ট শিশুর মধ্যে শতকরা ৯ ভাগ মেয়ে এবং ৬ ভাগ ছেলে মারাত্মক অপুষ্টিতে ভোগে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া ছেলেদের শতকরা হার ৮১ এবং মেয়েদের ৭৬। মাধ্যমিক পর্যায়ে এই হার ছেলে ও মেয়েদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৪৮ ও ৩৬ শতাংশ। তাই এটি সুস্পষ্ট যে, প্রাথমিক পর্যায় থেকে যত ওপরে উঠতে থাকে জেন্ডার বৈষম্য তত বাড়তে থাকে, কমতে থাকে কন্যাশিশুদের অংশগ্রহণ।

এছাড়াও কন্যাশিশুর ক্ষেত্রে শ্রম ও মজুরী বৈষম্য, যৌন হয়রানী, ধর্ষণ, সহিংসতা, পতিতাবৃত্তির শিকার হওয়ার চিত্র প্রতিনিয়তই দেখা যায়। এমনকি কন্যাশিশুরা এসিড আক্রমণের মতো ভয়াবহ সন্ত্রাসের শিকারও হচ্ছে অধিক হারে। ২০০৬ সালের উপাত্ত অনুযায়ী এসিড সহিংসতার শিকার ব্যক্তিদের মধ্যে শতকরা ৭ ভাগ ছিল কন্যাশিশু এবং ৬ ভাগ ছেলে শিশু। ২০০৭-এ তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ১২ ভাগ কন্যাশিশু এবং ৫ ভাগ ছেলেশিশু। আমাদের কন্যাশিশুদের এই নাজুক অবস্থা জাতি হিসেবে আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পথে বিরাট বাধা। এই পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য সরকারি-বেসরকারি পর্যায় থেকে যথাযথ কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন আজ অত্যন্ত জরুরি।

আজ আমাদের করণীয়–

- কন্যাশিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করা এবং প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষায় নারী-পুরুষের বৈষম্য দূর করা;
- কন্যাশিশুর পুষ্টিহীনতা দূর করার লক্ষ্যে বৈষম্যের অবসান এবং তাদের সুস্থতা নিশ্চিত করা;
- প্রতিটি শিশুর জন্মনিবন্ধন নিশ্চিত করা;
- বাল্যবিবাহ ও কিশোরী মাতৃত্ব রোধ করা;
- কন্যাশিশুর প্রতি সহিংসতা রোধে সকল আইনের বাস্তবায়নের পাশাপাশি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা।

(তথ্যসূত্র: গণসাক্ষরতা অভিযান, ইউনিসেফ, বাংলাদেশ শিশু অধিকার ফোরাম, এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন)

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী

জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম National Girl Child Advocacy Forum

ASD

Acid Survivors Foundation